বর্ষ ১৫
সংখ্যা-১
জানুয়ারী-মার্চ ২০১৬

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

পরাণ রহমানের স্মরণ সভায় মোনাজাত করছেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তারা

পরাণ রহমানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল- প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মরণে ২৯ ফেব্রুয়ারী, সোমবার নগরীর এম. এম. আলী রোডস্থ রয়েল গার্ডেন মিলনায়তনে তাঁর স্মৃতি ও জীবন কর্ম নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা পরাণ রহমানের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্মরণ করে তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, তিনি সমাজের সর্বস্তরের প্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকবেন। বক্তারা আরো বলেন, পরাণ রহমান গরীব-দুখী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে যে সময় কাজে নেমেছিলেন, তখন এই অঞ্চলে তাঁর সামনে তেমন দৃষ্টান্ত খুব একটা ছিল না বললেই চলে। তিনি একজন সাহসী নারী হিসেবে তখনকার সমাজের সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারন সম্পাদক সমিহা সলিম এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্মরণ সভা শুরু হয়। স্মরণ সভায় আলোচনা করেন, গ্রামীণ টেলিকম ট্রাষ্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঘাসফুলের প্রধান উপদেষ্টা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর জ্যেষ্ঠ কন্যা পারভীন মাহমুদ এফসিএ, মমতার নিবার্হী পরিচালক লায়ন আলহাজ্ব রফিক আহমদ, ওয়াইডব্লিউসি এর সিনথিয়া ডি রোজারিও, নারীনেত্রী জেসমিন সুলতানা পারু, লায়ন সকিনা ইউসুফ, লেডিস ক্লাব সভানেত্রী জিনাত আজম, বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভির সংবাদ উপস্থাপিকা নাসরিন ইসলাম, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাবেক সিবিএ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের, >> ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

মেখলের সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিদর্শনে পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় মেখল ইউনিয়নে স্থানীয় অধিবাসীদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ জীবন-মান উন্নয়নে ঘাসফুল ২০১৩ সাল থেকে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি "সমৃদ্ধি" বাস্তবায়ন করছে। ০৫ ফেব্রুয়ারী ও ০৪ মার্চ দুই দফায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সাবেক মুখ্য সচিব) জনাব মো. আবদুল করিম মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন তিনি ইছাপুর বাজারস্থ নির্মাণ সম্পন্ন পাবলিক টয়লেট, উত্তর মেখল বায়তুল লেকা জামে মসজিদ স্যানিটারী ল্যাট্রিন কমপ্লেক্স, নির্মাণাধীন আব্দুল হাকিম চৌকিদার বাড়ী কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি মেখল ইউনিয়নে পূনর্বাসিত ভিক্ষুক মোঃ মিয়া, মো. শফি, মো. নাছের এবং রাবেয়া বেগম সুক্কনির সাথে কথা বলেন এবং তাদের জীবন-জীবিকাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও খোঁজ-খবর নেন। পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে পরিদর্শন দলে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির'র টীম লিডার জনাব মশিয়ার রহমান, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা জনাব গোলাম রাব্বানী। পরিদর্শন দলের সদস্যগণ ঘাসফুলের বাসক চাষাবাদ, সমৃদ্ধ বাড়ী, সমৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থানসমুহ, ভার্মি কম্পোষ্টসহ অন্যান্য কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঘাসফুলের চলমান কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে যান। তিনি ৪ মার্চ মেখল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের 'সমৃদ্ধি কেন্দ্র' নির্মানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। *মেখলের আরো সংবাদ ২য় পৃষ্ঠায়*

ফিতা কেটে সমৃদ্ধি কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সাবেক মুখ্য সচিব) মো. আবদুল করিম

চট্টগ্রামে হাটহাজারী গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

স্বাস্থ্য সেবিকাদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক এবং শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ

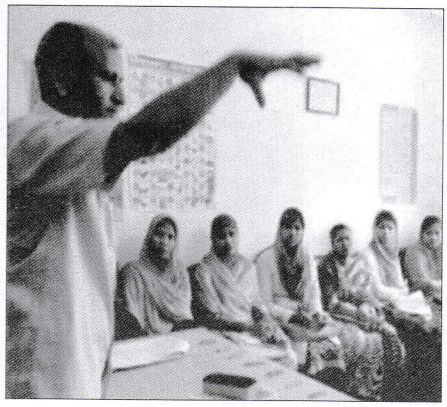

বক্তব্য রাখছেন প্রশিক্ষণে আগত মাস্টার ট্রেইনার

হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমে নিয়োজিত স্বাস্থ্য সেবিকাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ১৩-১৪ মার্চ সম্পন্ন হয়। হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি অফিসে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন সমৃদ্ধির কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবিকাগণ। দুইদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও সহায়ক হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রামস্থ হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. নাদিয়া সুলতানা। উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ সাইদুর রহমান, উপ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও স্বাস্থ্য সহকারী অনিক বড়ুয়া। অপরদিকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ১৫-১৬ মার্চ সম্পন্ন হয়। পিকেএসএফ এর সার্বিক সহযোগিতায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র অংশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুলের প্রতি ভয় দুর করা ও পড়ালেখার মান-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী ৩০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এই শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ হয়। দুইদিনের এই প্রশিক্ষণে ৩ জন প্রশিক্ষক, ১জন সহায়ক এবং ৩ জন পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন। মাস্টার ট্রেইনার মহতের বাড়ী গড়দুয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ ইব্রাহীম এ প্রশিক্ষণে প্রথম সেশন শুরু করেন। প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন ১৬ মার্চ আরিফুল ইসলাম চৌধুরী কুশল বিনিময় করে গনিত বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের তিন পর্যায়ে অনুশীলনের পরামর্শ প্রদান করেন। পর্যায়গুলো হলো বাস্তব পর্যায়, অর্ধ-বাস্তব পর্যায় ও বস্তু নিরপেক্ষ। দিনের দ্বিতীয় পর্বে সেশন শুরু করেন মাস্টার ট্রেইনার মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব জহিরুল ইসলাম।

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সমিহা সলিম, অভিরাম দাশ, আলহাজ্ব রফিক আহমেদ, সিনথিয়া ডি রোজারিও, জেসমিন সুলতানা পারু, লায়ন সকিনা ইউছুপ, জিনাত আজম, নাসরীন ইসলাম, আবদুল কাদের, রওশন আরা মোজাফফর বুলবুল, জামাল উদ্দিন, পারভীন মাহামুদ এফসিএ, সাদিয়া রহমান, মওদুদুল আলম, নাজিম উদ্দিন শ্যামল, প্রফেসর ড. জয়নব বেগম, নাজমুল হক চৌধুরী, মিনারা হোসেন, সুশান্ত শুভ, অধ্যাপক রীতা দত্ত, মফিজুর রহমান, ড. মনজুর-উল-আমীন চৌধুরী, প্রফেসর ড. গোলাম রহমান

পরাণ রহমানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান

>> প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরাণ রহমানের বাল্যবন্ধু রওশন আরা মোজাফফর বুলবুল, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ন-সচিব ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জয়নাব বেগম, লায়ন জামাল উদ্দিন, বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন শ্যামল। বক্তব্য রাখেন, মরহুমার নাতনী সাদিয়া রহমান, কবি ও আলোকচিত্র শিল্পী মওদুদুল আলম, সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী, লায়ন নাজমুল হক চৌধুরী, মরহুমার ছোট বোন মিনারা হোসেন, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ রীতা দত্ত, ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান, ঘাসফুল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র প্রকৌশলী অভিরাম দাস ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে মরহুমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পরাণ রহমানের জীবনী নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করতে আসা ডুকুমেন্টারী-মেকার সুশান্ত শুভ। স্মৃতিচারণে বক্তারা বলেন, পারিবারিক আবহে শৈশবেই পরাণ রহমান সমাজসেবায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে নিজেকে তৈরী করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাঁর রেখে যাওয়া কীর্তি এবং কর্ম-মূল্যায়নে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন শ্যামল বলেন, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আপন মায়ের মত, সত্যিকার অর্থেই তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, পরাণ রহমানের উন্নয়ন কর্মকান্ড সমূহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। বস্তুত 'পরাণ রহমানের ঘাসফুল, ঘাসফুলের পরাণ রহমান'-এটাই তার কীর্তি, খ্যাতি, পরিচিতি ও অর্জন, স্বপ্ন এবং সাধ।

উল্লেখ্য গতবছর ১৮ ফেব্রুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্থ দেশ পুনর্গঠনে রিলিফ-ওয়ার্ক এর মাধ্যমে ঘাসফুল এর আত্মপ্রকাশ। দলিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতীক হিসেবে পরাণ রহমান সংস্থাটির নামকরণ করেন "ঘাসফুল"। ঘাসফুল নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল সমাজের নির্যাতিতা নারী, তৃণমূল ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে বিরাজ করবে পরিকল্পিত পরিবার, সুখী পরিবার। এরকম সুখী পরিবার নিয়ে সৃষ্টি হবে সুখী সমাজ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ- যেখানে থাকবে না কোনধরণের বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়ন। দেশ উন্নয়নে অংশ নিয়ে নারীরা পাবে সমান অধিকার। তাইতো দুরদর্শী উন্নয়নকর্মী পরাণ রহমান তার সংগঠনের 'লগো'তে স্থাপন করেন ছোট পরিবারের চিহ্ন; সুখী পরিবার। ঘাসফুল আজ নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পার করছে উন্নয়নযাত্রার চুয়াল্লিশ বছর। সংগঠনটির এই দীর্ঘ যাত্রায় এসেছে বহুধরণের ঘাত-প্রতিঘাত, তাড়িয়ে বেড়িয়েছে নানারকম রাহুর গ্রাস। পরাণ রহমান সমস্ত ঝড়-ঝাপটা পিঠ ঠেকিয়ে সামাল দিয়েছেন আর বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন 'ঘাসফুল'। তাঁর তারুণ্য আর বার্ধক্যের পুরোটা সময় উৎসর্গ করেছেন ঘাসফুল এর উন্নয়নে। বলা যায় পরাণ রহমান তাঁর সমগ্র জীবনটাই কাটিয়েছেন সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির বসতিস্থল ঘুরে ঘুরে। তিনি নিঃসংকোচে যাতায়াত করেছেন সমাজের তথাকথিক অচ্ছুত সম্প্রদায়ের বসতিতে (সুইপার কলোনী)। তিনি ভক্তি দিয়ে মিশেছেন, আপন করে নিয়েছেন হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজনদের। তিনি প্রায়ই চট্টগ্রাম নগরীর পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসস্থল সেবক কলোনীগুলোতে গিয়ে খুবই মর্মাহত হতেন। স্মরণসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন- সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. গাজী সালাউদ্দিন, সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইমাম আলী, কাউন্সিলর মো: গিয়াস উদ্দিন, ঘাসফুলের সাধারণ সদস্য শাহনা মোজাম্মেল, শামীমা আক্তার রুবী, নাজমা জামান, এশিয়ান ওমেন ইউনিভার্সিটি'র ডিরেক্টর (এডমিন) প্রফেসর রেহেনা আলম খান এবং সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুলের এসডিপি প্রধান আনজুমান বানু লিমা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি মেখল ইউনিয়ন

ভিক্ষুক পূনর্বাসন কার্যক্রম : সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে হাটহাজারী উপজেলায় মেখল ইউনিয়নে ভিক্ষুক পূনর্বাসনের লক্ষ্যে পূনর্বাসিত ভিক্ষুক শাহনাজ আক্তারকে ২য়ধাপে একটি দুগ্ধবর্তী গাভী প্রদান করা হয়।

মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. গিয়াস উদ্দিন পূনর্বাসিত ভিক্ষুক শাহনাজ আক্তারের হাতে গাভীটি তুলে দেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জনাব মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, ঘাসফুলের এধরণের কর্মপ্রয়াস মেখলবাসী সারাজীবন মনে রাখবে। তিনি পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম মহোদয়ের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে উপস্থিত সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন।

শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য সেবিকাদের প্রশিক্ষণ : মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে কর্মরত শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য সেবিকাদের ১৯-২০ মার্চ ও ২২-২৩ মার্চ চারদিন ব্যাপি বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে কর্মরত ৩৫ জন শিক্ষিকা ও ১৬ জন স্বাস্থ্য সেবিকা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বাস্থ্যখাতে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন হাটহাজারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিকেল অফিসার ডা. রুকসানা জাহান মুক্তি ও শিক্ষা কার্যক্রমে মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যথাক্রমে কাটিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাহাব উদ্দিন চৌধুরী, গড়দুয়ারা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বিজয় কুমার দত্ত ও ফরহাদাবাদ মুন্সি বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস. এম. জাকারিয়া।

চশমা বিতরণ : মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৮ মার্চ ৯৯ জন দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা

শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হবে

শিশুরাই আগামী দিনের আলোকিত মানুষ হবে, মূল শিক্ষার পাশা-পাশি শিশুদের মাঝে জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হবে। মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে শিশুদের গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার মাসে শিশুদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অধিকার ও সুরক্ষায় অভিভাবকসহ সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ২৬ মার্চ সকাল ১০ টায় নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ী ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে স্কুল শিক্ষার্থী আলিফা রহমান পবিত্র কোরান তেলওয়াত করেন। ঘাসফুল সাধারণ কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্কুল অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯নং পশ্চিম মাদারবাড়ী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোলাম মোঃ জোবায়ের। তিনি বলেন - বর্তমান সরকার শিক্ষার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। সরকারের হাতকে শক্তিশালী করতে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসার, মোঃ শফিকুল হাসান, ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটির সদস্য রওশন আরা মোজাফ্ফর বুলবুল, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও স্থানীয় সর্দার আলহাজ্ব জমির আহমদ সর্দার ও ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম। অনুষ্ঠানে স্কুলের ২১জন বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মেধা পুরস্কার এবং ১৬টি ইভেন্টে ৪৮জন ছাত্র-ছাত্রীদের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের ক্রীড়া পুরস্কার ও চার জন প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরাণ রহমান স্কুলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালিত

ঘাসফুল পরান রহমান স্কুলের উদ্যোগে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রভাফেরীর মাধ্যমে স্কুলের অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, সহকারি শিক্ষক উত্তম কুমার বড়ুয়া, জান্নাতুল মাওয়া, নুসরাতুন নঈম,শাহানাজ বেগম, রুনা আক্তার ,তানজিনা হক এবং স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

গত তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী: কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে চলমান প্রক্রিয়া

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
১	স্বরুপ কান্তি ভৌমিক জু: অফিসার	০৮-১১ ফেব্রুয়ারী	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	সিডিএফ
২	জুয়েল রানা সহকারী কর্মকর্তা (ক্ষুদ্র উদ্যোগ)	১৪-১৮ ফেব্রুয়ারী	Micro-Enterprise(ME)& Small & Medium Enterprise(SME) Operation and Management	পিকেএসএফ	প্রত্যাশী
৩	সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী (প্রধান, মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) মারুফুল করিম চৌধুরী	১২-১৬মার্চ	১৮তম মাইক্রোক্রেডিট সামিট	মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন	জুমাইরা, আবুধাবি
৪	নির্মল পাল (জু:অফিসার)	১৩-১৬ মার্চ	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)
৫	মো: তৈয়ব আলমগীর (অফিসার)	২০-২৪মার্চ	সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)

অনুশীলন শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই

>> শেষ পৃষ্ঠার পর

তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন প্ল্যান বাংলাদেশের রিজিওনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার এ, কে,এম হাফিজ আকতার (বি.পি.এস), সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (চট্টগ্রাম কলেজ), ডা: অজয় কুমার দে (ডেপুটি সিভিল সার্জন), নীতা চাকমা (জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা), ইয়াছিন আরাফাত (জেলা কমান্ডার), নির্মলেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী (এসি, প্রসিকিউশন), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়া আহমেদ সুমন (মীরসরাই), কুলা প্রদীপ চাকমা (রাউজান), মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মজুমদার (রাঙ্গুনিয়া), সানজিদা শারমিন (চন্দনাইশ), আফসানা বিলকিছ (হাটহাজারী), মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম (ফটিকছড়ি), কাজী মাহবুবুল আলম (বোয়ালখালী), নাজমুল ইসলাম ভূঁইয়া (সীতাকুন্ড), মোহাম্মদ শামসুজ্জামান (বাঁশখালী), মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (লোহাগাড়া), মোহাম্মদ কাজেমুর রশিদ (এসি ইন্টেলিজেন্ট), এড. এম, এ নাসের, পিপি (নারী ও শিশু, ট্রাই-২), এড. জেসমিন আকতার বিপিপি (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাই:নং ১ চট্টগ্রাম), এ এইচ এম মশিউর রহমান (কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক), জেসিও সুবে: আবদুর রশিদ(বিজিবি), এড. হারুন-অর-রশিদ (বিএনডব্লিউএলএ'র এরিয়া কো-অর্ডিনেটর) ও মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিএইচডব্লিউইভিটি, ঘাসফুল) । সভায় ঘাসফুল পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

একজন নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	গত তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	১০৪	৪৫	৬১৩	১৫৩
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১৫৬৭	৫৩৫	৮০৬৫	১৬৬৪
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৪	১২	১৫২	৪২
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৭২১	২৯৮	৩৯৪৮	৯৯০
অফিস স্যাটেলাইট	১০	-	৬১	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	২১২	-	১২৭৩	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	-	-	১১	০৪
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	-	-	৬৪১৯	২৪৪৭
চক্ষু ক্যাম্প	-	-	০৭	০৩
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	-		১৬৫১	৬৩১
চোখের ছানি অপারেশন	১৩	-	৯৪	০৭
চশমা বিতরন	৯৯	৩৭	১৯৮	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৫৮০	৬০	৫৪৪১	৬৯৩
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৯২	৮৪	২২৪১	৩২৬
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৭২৯৫	৩৮৮৮	৫১২৫২	৪৩৫৪
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৩২৮৫	১০৫৯	১০১৩২	২৪৩৯
পুষ্টি কণা	১৮৩৫	১৭৩৫	৬১২৪	২৬৩০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	-	-	৪৭	-
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	২	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	-
গভীর নলকূপ স্থাপন	০১	-	০১	-
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	২৯	-
রিং,কালভর্ট বাঁশ/কাঠের সেতু	০৩	-	১৯	-
ড্রেন নির্মান	০১	-	০১	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	০১	-	০১	-
বায়োগ্যাস		-	৫	
ভিক্ষুক পূনর্বাসন	-		১০	
সবজি বীজ বিতরন	-	-	১০০০টি পরিবার	-
বাসক কাটিং	-	-	৩০৪৫০	-
গাছের চারা বিতরন	-	-	৫০০০	৫০০০
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৩৫	৩০	৩৫	৩০
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১০৫০	৭৮৮	১০৫০	৭৮৬
ডার্মি কম্পোস্ট	-	-	৩৫	-

পটিয়ায় কৃষকের মাঝে প্রশিক্ষণ

>> শেষ পৃষ্ঠার পর

এলাকার কৃষকগণ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ও পোকা দমনের লক্ষ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি পটিয়া কেলিশহর ইউনিয়নের মাঝির পাড়ায় ছত্রিশটি কৃষক পরিবারের মাঝে ১৪৪০টি লিউর ও ১৪৪০টি ফেরোমোন ফাঁদ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদান কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন সংস্থার কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ।

মৎস্য প্রশিক্ষণ : গত ২৮-২৯ মার্চ কোলাগাঁও ইউনিয়নের বাণীগ্রাম এলাকায় পঁচিশজন উপকারভোগী সদস্যদেরকে নিয়ে দুইদিন ব্যাপি 'পুকুরে মিশ্র মাছ চাষ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো: আনিসুজ্জামান, ঘাসফুলের মৎস্য কর্মকর্তা দিগন্ত প্রাসাদ ত্রিপুরা, কৃষি কর্মকর্তা ফজলে রাব্বি, জু: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: নুরুজ্জামান।

রিং ও কেঁচো বিতরণ : গত ২৪ মার্চ ভাটিখাইন ও হাইদগাঁও ইউনিয়নের রসিদাবাদ এবং হাইদগাঁও গ্রামের পঞ্চাশ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে রিং ও পঞ্চাশ হাজার কেঁচো বিতরন করা হয়।

এক দুস্থ কিশোরী মায়ের গল্প

হালদা মৎস্য সম্পদের প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য বিখ্যাত নদী। চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে হালদা নদীর কিছু অংশ। হালদাপাড়ের মানুষ হোসনেয়ারা বেগম। ভিক্ষাবৃত্তি যার জীবিকা। যদিও হোসনেয়ারা ভাল করেই জানে ভিক্ষাবৃত্তি ভাল নয়। তিনি বলেন, "ভিক্ষা করা নবীজি পছন্দ করেন নাই'। ভিক্ষাবৃত্তি নবিজীর অপছন্দ জেনেও হোসনেয়ারা এই পেশায় আসার পেছনে রয়েছে একটি অনাকাঙ্খিত গল্প। হোসনেয়ারার জন্ম এক প্রান্তিক কৃষক পরিবারে। রহিমপুর গ্রামের দরিদ্র দম্পতি নুরুল ইসলাম ও রহিমা খাতুনের ঘরে দ্বিতীয় সন্তান তিনি। পরিবারে জন্ম নেয়া ছয় ভাই-বোনের কারোরই জন্ম তারিখ জানা নেই। দরিদ্র পরিবারে স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য দশজনের মতো বেড়ে উঠছিল হোসনেয়ারা। এভাবে একদিন বাল্যবয়সে তার বিয়ে হয়ে যায় এক বিহারী যুবকের সাথে। হোসনেয়ারার কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা তের বছর বয়সে তাকে ঠিকানাবিহীন অনিশ্চিত এক যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে যেন দায়মুক্ত হলেন। পিতা-মাতা বিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হলেন কিন্তু হোসনেয়ারার জীবনে শুরু হয় এক অন্ধকার অধ্যায়। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া দুঃসহ দিনের বর্ণনাগুলো হয়ে উঠে আশ-পাশের মানুষের কাছে এক নিপিড়িত জীবনালেখ্য। বিয়ের পর মাত্র আড়াইমাস স্থায়ী হয় হোসনেয়ারার বিবাহিত জীবন। আড়াইমাসের মাথায় স্বামী লাপাত্তা হয়ে গেলেন। তার মধ্যে গর্ভে আসে সন্তান। পেটে সন্তান নিয়ে গর্ভবতী এক 'মা' দীর্ঘদিন পৈত্রিক ভিটায় নানা নিপীড়ন সয়ে অর্ধহারে-অনাহারে স্বামী ফিরে আসার প্রহর গুণতে থাকে। অবশেষে থৈ-থৈ কষ্টের দিনে দুনিয়ার কিছু না বুঝেই হোসনেয়ারার কোল জুড়ে আসে এক নবজাতক। নিজের পেট চালাতে কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি এক দুস্থ কিশোরী মায়ের সামনে হাজির হয় সন্তানের মুখে আহার যোগানোর আরেক নতুন সংগ্রাম। সন্তান আসার আগে না খেয়ে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করলেও এখন আর তা সম্ভব নয়। দুগ্ধপোষ্য সন্তানের জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ছুটতেন আহারের সন্ধানে। সন্তানের মুখে আহার যোগাতে তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে ঝি'য়ের কাজ নিলেন। হোসনেয়ারার বসতি শহরে নয়, নিভৃত গ্রামাঞ্চলে। গ্রাম অঞ্চলে কাজ করে সন্তান মানুষ করা কিংবা পেট চালানোর মতো উপার্জন সম্ভব নয়। কিশোরী মা হোসনেয়ারা সীমাহীন এই কঠিন পথচলায় হারালেন শরীর, সৌন্দর্য, বেঁচে থাকার সকল শক্তি। শরীরে বাসা বাঁধে নানা রোগ ব্যধি। জীর্ণ শরীরে কোনরকম প্রানস্পন্দন নিয়ে বেঁচে ছিলেন দুখী মা-ছেলে। একসময় হোসনেয়ারা দেখলেন বেঁচে থাকার সকল পথ বন্ধ, সামনে গাঢ় অন্ধকার। ছোট্ট বাচ্চাটিকে নিয়ে বেঁচে থাকার সকল উপায় ব্যর্থ হলে অনেকটা নিরুপায় হয়ে হোসনেয়ারা একসময় বেছে নিলেন ভিক্ষাবৃত্তি। হোসনেয়ারা শারীরিকভাবে এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে ভিক্ষা করার মতো যেন শক্তি নেই তার। তবু বেঁচে থাকার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে হোসনেয়ারা গ্রামের পথে পথে ঘুরতে লাগলেন মানুষের দয়া, কৃপা আর করুণার আশায়। সারাদিন ঘুরে যা জোটে তা নিয়ে বেঁচে থাকার এক নতুন সংগ্রামে কাটে তার নতুন জীবন। যেখানে অর্ধাহারে, অনাহারে, ছিন্ন বসনে কাটে জীবনের নির্মম কোলাহল। দীর্ঘ উনিশ বছর স্বামী পরিত্যক্তা এই নারী তার একমাত্র সন্তানকে কখনো পেট ভরে দু'বেলা খেতে দিতে পারেনি। যে বয়সে সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর কথা সে বয়সে মানুষের বাড়ীতে ফুটফরমায়েশ খাটতে পাঠিয়েছেন। এমনি একজন নারীর দুঃখভরা জীবন যেখানে ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছিল সেখানে একদিন এক অন্যরকম বেঁচে থাকার আশা নিয়ে হাজির হয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা "ঘাসফুল। ঘাসফুল অসহায় মা" হোসনেয়ারাকে অর্ন্তভুক্ত করে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে। ঘাসফুল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ২০১৩ সাল থেকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম "সমৃদ্ধি কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫ সালে জানুয়ারীতে ঘাসফুল তাকে অনুদান হিসেবে নিজ বসতঘরে অর্থায়নের মাধ্যমে একটি মুদি দোকান শুরু করার ব্যবস্থা করে দেন। ঘরে বসে হোসনে আরা আয়-রোজগারের পথ সৃষ্টি করেন। ধীরে ধীরে ঘুচাতে থাকে অসহায়ত্বের দুঃখগাঁথা। জীবনের সকল জরা-ব্যধি মুছে ফেলে কর্মমুখী হয়ে উঠে হোসনেয়ারা বেগম। দোকানে বাড়তে থাকে বেচাকেনা। বর্তমানে হোসনেয়ারার দোকানে দৈনিক এক হাজার টাকার মতো বেচা-বিক্রি হয়। যেখানে তার লভ্যাংশ থাকে দৈনিক আশি থেকে একশত বিশ টাকা। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে অনুদান হিসেবে দেয়া হয় দুইটি গাভীজাতের গরু, এবং একটি রিক্সাভ্যান। খুব শীঘ্রই গরু দু'টির বাচ্চা দেওয়ার কথা। গাভী দু'টির বাচ্চা হলে খুলে যাবে নতুন আয়ের আরেকটি পথ। অনুদানের রিক্সাভ্যানটি দৈনিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়া হয়। ওখানে তার দৈনিক ৭০-৮০ টাকা আয় হয়। বলা যায় বর্তমানে হোসনেয়ারা মানুষের মৌলিক চাহিদার নুনতম ধারন করেন। তার জীবনে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সন্তানকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে ফ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশন মেকানিক প্রশিক্ষণ নিতে একটি মেকানিক্যাল দোকানে দিয়েছে। নিজের জীবনের সকল অভাব, দুঃখ, অনটনগুলো যাতে সন্তানের জীবনে না আসে, সেই স্বপ্নই হোসনেয়ারা লালন করে। নিজের ও সন্তানের জন্যও একটি সুন্দর ভবিষ্যত চায় হোসনেয়ারা। হোসনেয়ারা স্রোতহারা গন্তব্য ছেড়ে ফিরে এসেছে স্রোতস্বী জীবনে। তার পারিবারিক ইতিহাস বলতে তার বাবা নুরুল ইসলাম একজন প্রান্তিক কৃষক ছিলেন। রহিমপুরের দুলা মিয়া সারেং বাড়ীতে তাদের ঘর। দরিদ্র নুরুল ইসলামের নিজস্ব কোন জমিজিরাত না থাকলেও অন্যর জমি চাষ করে কোনভাবে সংসার চালাত কিন্তু কালের বিবর্তনে কৃষি জমির স্বল্পতা, কৃষিকাজে আয়ের তুলনায় অধিক খরচ এবং শারিরীক অসুস্থতার দরুন কৃষিকাজ ছেড়ে বর্তমানে মানুষের কাছে হাতপেতে দিনাতিপাত করে। হোসনেয়ারার তিন ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়েছে। তারাও স্ত্রী সন্তান নিয়ে কোনভাবে অর্ধাহারে অনাহারে দিনাতিপাত করছে। অন্য দু'টি বোন অন্যত্র বিয়ে দিলেও স্বামী সংসার নিয়ে কোনভাবে জীবন ধারন করে বেঁচে আছে। বর্তমানে হোসনেয়ারা তার বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে সুখে বসবাস করছে। তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক অবস্থানও অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিকভাবেও মানব মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। মানুষের কাছে হাত পেতে নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে মুদি দোকানের মাধ্যমে সেবা দিচ্ছে আশপাশের মানুষকে। ভবিষ্যতে তার ছেলেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় নিজের অর্জিত অর্থ দিয়ে। আগামীতে মুরগীর খামার করার স্বপ্ন দেখেন তিনি, মুদি দোকানটি আরো বিস্তৃত করে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। সবশেষে হোসনেয়ারা গল্পের একটি ব্যস্ত জীবন-যাপন এবং আগামীতে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নগাঁথা নিয়েই শেষ করা যায় এই ক্ষুদ্র জীবন-কাহিনী।

বিশ্ব যক্ষা দিবস পালন

'ঐক্যবদ্ধ হলে সবে, যক্ষা মুক্ত দেশ হবে'

'ঐক্যবদ্ধ হলে সবে, যক্ষা মুক্ত দেশ হবে', এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্বাস্থ্য কার্যালয় ও চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় ২৪ মার্চ চট্টগ্রামে পালিত হয় বিশ্ব যক্ষা দিবস। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টায় র‍্যালীর উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডা. মো: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। র‍্যালীটি প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে শেষ হয়। র‍্যালী পরবর্তী সিভিল সার্জন ডা: মো: আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধানঅতিথি ছিলেন ডা: খোরশেদা শিরিন (পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ) এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডা: মুরশিদ আরা বেগম (উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল)। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডা: অজয় কুমার দাশ (ডেপুটি সিভিল সার্জন), ডা: অসীম কুমার নাথ, ডা: বিশাখা ঘোষ, ডা: মো: নুরুল হায়দার, ডা: মো: ওয়াজেদ চৌধুরী, সঞ্জয় কুমার পাল। সভায় যক্ষা বিষয়ক মূল বক্তব্য রাখেন যক্ষা বিশেষজ্ঞ ডাঃ কৃষ্ণ স্বরুপ দত্ত। আলোচনা সভায় চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা: মো: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, একটি সুস্থ ও রোগমুক্ত দেশ গঠনের জন্য যক্ষার মত একটি সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান এবং সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন।

ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প

ভাষা শহীদদের স্মরণ করল কর্মজীবি শিশুরা

২১ শে ফেব্রুয়ারী অমর একুশে ও ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাল নগরের কর্মজীবি শিশুরা। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর ২৪টি সেন্টার স্ব-স্ব নিকটবর্তী স্থানীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছে ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের কর্মজীবি শিশুরা। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল দাতা সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫টি এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের মৌলিক অধিকার ও সুরক্ষার কাজ করছে। শহীদ মিনারের পাদদেশে বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন কর্মজীবি শিশুরা। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা শেষে প্রকল্পের প্রতিটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের উপকারভোগী শিশু, অভিভাবক ও প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
সম্পাদকীয়
বর্ষ ১৫, সংখ্যা-০১, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৬

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস
প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে কর্মজীবী নারীদের এক সফল আন্দোলনের আজকের ফসল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। পূর্বে এটি কর্মজীবী নারী দিবস হিসেবে পালিত হতো। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান"। নারীদের শুধু অধিকার নয় মর্যাদায়ও সমতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় একজন নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে তার স্বামীর মায়ের কাছে অন্য আরেকটি সন্তান হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকলেও স্বামীর পরিবারে নববধু হিসেবে আসা নারীটি হয়ে উঠে একজন আগন্তুক। সমাজের এই চিত্র সবখানে সবসময় সংগঠিত না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এধরণের পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। পরিবারে একজন শিক্ষিত, স্বাবলম্বী, প্রতিষ্ঠিত নারীও দেখা যায় মর্যাদার প্রশ্নে তার অবস্থান স্বামীর সমান্তরাল রেখায় থাকলেও সমরেখায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন না। আজকের এই সভ্যতার সূবর্ণ যুগেও নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি আলোচনায় আসছে বারবার। নারীর অধিকার ও সমমর্যাদার বিষয়ে সাম্প্রতিক অনেকগুলো আলোচনার মধ্যে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকার বিষয়টির বেশ অগ্রগতি হলেও সমমর্যাদার বিষয়টি এখনও অবহেলিত।

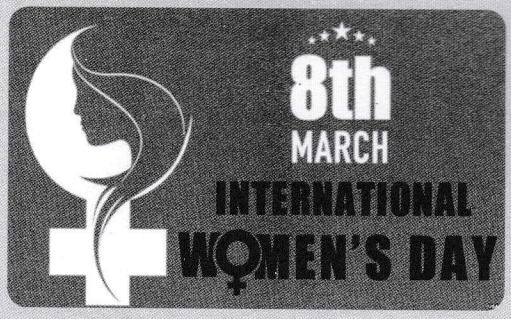

বাংলাদেশে নারীরা স্বীয় যোগ্যতায়, বিস্ময়কর দক্ষতায় অতীতের সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস ম্লান করে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় সকল সেক্টরে। এতদসত্বেও অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে পেশাগত জীবনের সফল নারীরা নিজ পরিবারে আপন পরিবার-পরিজনের মাঝে কিংবা পারিপার্শ্বিক সমাজে পুরুষের সমান মর্যাদার আসন পায় না- যদিও নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমান যোগ্যতায়, দক্ষতায় নিজের অধিকার আদায়ে সক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সকল সূচকে নারীর অবদান উল্লেখ করার মতো। সুতরাং আমাদের সমাজে, আপন পরিবারে সকলকে সচেতনভাবে এ বিষয়ে এগিয়ে আসা জরুরী যে, নারীর অর্জিত অধিকারের বিপরীতে যেন মর্যাদার আসনও নিশ্চিত হয়। অন্যথায় বিবেকের আদালতে মানুষ হিসেবে কিংবা উত্তর পুরুষের কাছে একদিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে নারীর এত সফলতা, নিপুণতা, অর্জন সত্ত্বেও কেন তাদের প্রতি হেন নেতিবাচক আচরণ? এধরণের পরিস্থিতি উত্তরণে প্রয়োজন সর্বপ্রথম নিজেকে বদলানো এবং নিজ পরিবার থেকে কাজ শুরু করা। বাংলাদেশের প্রত্যেক পরিবারে প্রতিটি শিশু, তরুণ, যুবকের প্রথমপাঠ যেন হয়; অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে নারী-পুরুষ সমানে সমান। কারণ পারিবারিক শিক্ষাই মানুষের জীবন-যাপনে, আচার-আচরণে একটি বড় জায়গা দখলে থাকে। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের সমাজের রেওয়াজ, রীতি, নীতি নির্ধারক পর্যায়েও নারীর প্রতি সম্মানজনক আচরণে ধারণাগত শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এভাবে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে যদি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধারণাগত ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়, তাহলে নিশ্চয়, সর্বত্রে নারীর সমান অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজে নারীর সমান অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলেই নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা রোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। কারণ এখনো সমাজে ভাল মানুষের সংখ্যা বেশী, দুস্কৃতকারী রয়েছে হাতেগোনা, কতিপয়, গুটিকয়েক। যদি সঠিক উদ্যোগ এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় এধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে অবশ্যই সমাজের কতিপয়, গুটিকয়েক দুস্কৃতকারীদের হটিয়ে একটি সুন্দর, সুস্থ নারীবান্ধব, উন্নয়নবান্ধব প্রগতিশীল বাসযোগ্য সমাজ বিনির্মাণ করা কঠিন কিছু নয়। নারী'কে শুধু সহধর্মিনী কিংবা সন্তান পালনের জন্য নির্ধারিত না ভেবে তার যোগ্যতা অনুসারে মানুষ ভেবে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে এগিয়ে যাবে দেশ ও সমাজ। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় আয়োজিত নারী দিবসের এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-না সকল নারীদের বলেন, পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে। তিনি আরো বলেন,মাতৃমৃত্যু রোধে বাংলাদেশ এমডিজি গোল অর্জন করেছে। সামাজিক কিংবা যে কোনধরনের প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ডে নারীরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই সবার প্রতি তিনি আহবান জানান,অর্ন্তমুখী না হয়ে নিজের মর্যাদা রক্ষায় নিজেদেরই এগিয়ে আসার। বর্তমান বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সভ্যতায়, উন্নয়নে, অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশ/জাতির সাথে এগিয়ে যেতে "অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান" প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত জরুরী, অর্থবহ এবং প্রাসঙ্গিক।

নিরাপদ খাদ্য

খাদ্যগ্রহণ প্রাণীকুল বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত। খাদ্য যেমন প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রাখে তেমনি অনিরাপদ খাদ্য মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়ায়। অনিরাপদ খাদ্য মানবদেহে নিত্য নতুন জটিল ব্যাধি সৃষ্টি করছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত নিরাপদ খাদ্যও অনিরাপদ এবং ভয়ংকর হয়ে উঠছে দিনদিন। এসব খাদ্যের ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুসহ সারাদেশের জনস্বাস্থ্য এক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এটি একটি মানবসৃষ্ট দূর্যোগও বলা চলে। বর্তমানে ভেজালপূর্ণ অনিরাপদ খাদ্য মহামারিতে রূপ নিয়েছে। মূলত: উৎপাদন, পরিবহন এবং সংরক্ষণ এই তিন স্তরে খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে। আমাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি বেশী দিনের নয়। যখন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা যোগান দিতে সীমিত জমিতে শুরু হয় অধিক ফলন প্রতিযোগিতা, মূলত তখন থেকেই খাদ্যে ভেজাল মেশানো কিংবা নানাধরণের রাসায়নিক সার/কীটনাশক ব্যবহারের প্রবণতা শুরু হয়। কারণ অধিক ফলনের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এবং শস্য বাজারজাতকরণে দীর্ঘপথ পরিবহন, দীর্ঘদিন সংরক্ষণের বিষয়টি চলে আসে। আধুনিক জীবনে শিল্পজাত খাদ্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কারখানায় খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যবহার এবং প্যাকেজিং ব্যবস্থায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। যুগের পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে যখন ক্রমান্বয়ে রাসায়নিক দ্রব্য/সার ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই এই সেক্টরে খাদ্যে ভেজাল মেশানোসহ অনিরাপদ খাদ্য তৈরীতে নানাধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে শুরু হয়। যদিও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা রাসায়নিক প্রকৌশল বিদ্যা গবেষণায় শুধুমাত্র অধিক ফলন ও দীর্ঘদিনের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় জোর না দিয়ে উদ্ভাবিত ফলন বা ব্যবস্থা মানবদেহের জন্য কতটা উপযোগী-এবিষয়ে আরো বেশী জোর দেয়া প্রয়োজন। ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় রাসায়নিক সার পরিহার করে জৈবসার এবং কীট পতঙ্গ দমনে কীটনাশক ব্যবহার না করে ফেরোমন ফাঁদসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। শুধু উৎপাদন ব্যবস্থায় নয় এদেশে খাদ্যসামগ্রী গুদামজাতকরণেও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশের খাবারে ভেজাল মেশানোর ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বেশিদিন তাজা রাখা, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি, কাঁচা ফলকে দ্রুত বাজারজাতকরণের জন্য পাকিয়ে তোলার প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনে ফল ও শাকসবজির সঙ্গে আজকাল অবাধে প্রয়োগ করা হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য। যেমন কুমড়ার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে সোডিয়াম সাইক্লোমেট, কাপড়ের বিষাক্ত রং, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিভ। শুঁটকিমাছ প্রক্রিয়াজাত ও গুদামজাত করতে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। দুধ, মাছ, মাংস, ফল ও শাকসবজি বাজারজাত করা ও বেশিদিন তাজা রাখার জন্য এখন ব্যবহার করা হচ্ছে ফরমালিন, হাইড্রোক্সাইড, কার্বাইডসহ বিভিন্ন বিষ। মুরগীর খাবারে ট্যানারী বর্জ্য মেশানো, গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত হয় স্টেরয়েড হরমোন। মানুষের খাদ্য ব্যবস্থায় এধরণের অরাজকতা শুধু মানবসভ্যতার পরিপন্থি নয় এটি স্পষ্টতই মানুষের বেঁচে থাকার নুন্যতম অধিকারেরও লংঘন। এই অবস্থার উত্তরণে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশন্স-২০০৫, আইন পাস করে। এ আইনের প্রতি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব সদস্য রাষ্ট্রের রয়েছে পূর্ণ শ্রদ্ধা। বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণকে আন্দোলনে রূপ দিয়েছে। বাংলাদেশের বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩'। আইন প্রয়োগে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন সংস্থার অব্যাহত পর্যবেক্ষণ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্বেও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে শতভাগ সফলতা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ভেজাল খাদ্য নির্ণয়ে পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার স্থাপন এবং ব্যাপকহারে জনসচেতনতা তৈরী করা জরুরী। জনসচেতনতা তৈরীতে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের কর্ম-এলাকায় চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে পর্যবেক্ষণ ও তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সুতরাং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে আইন প্রয়োগে কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি সর্বস্তরে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও জনসতেনতা তৈরীতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের একযোগে কাজ করা জরুরী। কারণ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতরণের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে নিরাপদ জাতি, সুস্থ জাতি।

ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ বীমা দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ) ৭৬ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। বীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৬৩৪৫০২/-(ষোল লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত দুই) টাকা। তাছাড়া মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৬০৯১৪০/-(ছয় লক্ষ নয় হাজার একশত চল্লিশ টাকা)।

দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবায় ঘাসফুল ডিআইআইএসপি

ঘাসফুলের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলায় সরকার হাট ও হাটহাজারী সদর শাখায় ঘাসফুল ডেভলেপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP) এর ক্ষুদ্রবীমা স্বাস্থ্যসেবার আওতায় দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষদের প্যারামেডিক সেবা, এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতলে ভর্তি ও নগদ সুবিধাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ৬৫৯ জনকে প্যারামেডিক সেবা, ৫০ জনকে হাসপাতলে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতলে ভর্তি ও নগদ সুবিধা প্রদান করা হয় ২ জনকে, এবং ৪২৭জনকে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৬,০১০ (ষোল হাজার দশ) জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবড়িস্থ সেবক কলোনির শিশু-কিশোর, স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু ও মাদারবাড়ি এস. কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকারা অংশ গ্রহণ করেন। শিশুরা সেবক কলোনী থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী নিয়ে কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। র‍্যালী শেষে মাদারবাড়ি এস. কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাদারবাড়ি এস. কলোনী সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলি দাশ, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা তমালি দাস ও অন্যান্য শিক্ষিকাবৃন্দ। তাছাড়াও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মেধা ও মনন পরিচর্যায় নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ চট্টগ্রামের তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় গত তিনমাসের অগ্রগতি (জানুয়ারী-মার্চ)

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৯৫২জন রোগী
টিকাদান কর্মসূচি	৪১২জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৫৯৭জন
নিরাপদ প্রসব	৮৫জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৪৬৫৭জন
হেলথ কার্ড	৩৪৯জন

ঘাসফুল বায়োগ্যাস কর্মসূচি

ইডকলের সহযোগীতায় ঘাসফুল বায়োগ্যাস কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলায় গত তিন মাসে ১০টি এবং এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, ফেনী, নওগাঁ, চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলায় সর্বমোট ২৭৫টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় (ডিসেম্বর ২০১১ থেকে)।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের কর্ম তৎপরতা

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

১৩-১৫ মার্চ পটিয়া উপজেলার বিএডিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপজেলার ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসার মোট ৩০ জন শিক্ষককে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিউল আজম। প্রশিক্ষণ সমাপনী দিনে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব হারুনুর রশিদ সিদ্দিকী। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ডিপিসি মোস্তাফিজুর রহমান, পিও-মাহমুদ মিরাজ, ঘাসফুলো পিও-মোহাম্মদ আজগর হোসেন এবং ইলমার মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।

শোভনদন্ডী স্কুল ও কলেজে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

ইউএসআইডি ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগীতায় ঘাসফুল পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় পটিয়ার শোভনদন্ডী স্কুল ও কলেজ ইয়ুথ গ্রুপের উদ্যোগে ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উপস্থিত বক্তৃতা, গানের প্রতিযোগিতা ও এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ মো: হামিদ হোসাইনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্কুল এন্ড কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ও পটিয়া উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক নাছির উদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুল এন্ড কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য সাংবাদিক মো: আইয়ুব আলী, ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক আবেদা বেগম, সহকারি পরিচালক পি এইচ আর প্রোগ্রামের ফোকাল পার্সন আনজুমান বানু লিমা, প্ল্যান বাংলাদেশের রিজিওনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান এবং ডেপুটি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মোস্তাফিজুর রহমান।

পটিয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সভা

পটিয়া উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম জলি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: শিশির কুমার রায়, সমাজ সেবা কর্মকর্তা ওয়াহিদুল আলম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল মতিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, নারী জাগরন সংস্থার পারভীন আকতার, আরপিএম মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান।

ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং উদযাপন

উদ্যেমী তরুণ, রুখবেই নারী নির্যাতন এ শ্লোগানকে সামনে রেখে "উদ্যেমে উত্তরনে শতকোটির বিপ্লব" প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার অংশ হিসেবে ১৪ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের সহায়তায় হুলাইন ছালেহ নূর ডিগ্রি কলেজের ইয়ুথ গ্রুপ কলেজ সম্মুখে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান র‍্যালী ও মানববন্ধন আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পটিয়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৬ মার্চ র‍্যালী ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে নেতৃত্ব প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিসেস রোকেয়া পারভীন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ইয়ার মোহাম্মদ পিয়ারু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম জলি ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী।

এছাড়া ঘাসফুল পিএইচআর প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল পটিয়ার এগারটি ইউনিয়নে ১৬৫টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুটি স্টাডি সার্কেল ও শোভনদন্ডী কলেজে নতুন একটি ইয়ুথ গ্রুপ গঠন। সামাজিক সুরক্ষা দলের সাথে ১১ টি ত্রৈমাসিক সভা, ৩টি মাসিক সোস্যাল ওয়ার্কার সভা , ৫ জনকে চিকিৎসা সেবা, ১৬৭ জনকে মনো কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে, ১টি বাল্য বিয়ে বন্ধ করা হয়।

কৃষিতথ্য

পোরাস পাইপ ও গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর যন্ত্র

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বন্যা, খরা আরো বিভিন্ন কারণে এদেশে বোরো মৌসুমেই সবচেয়ে বেশি ধান আবাদ হয়ে থাকে। সুতরাং ধান উৎপাদনে সেচকাজে বাংলাদেশে এ মৌসুমেই ভূগর্ভস্থ পানি বেশী ব্যবহৃত হয়। অনাবৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন, অতিব্যবহারসহ নানাবিধ কারণে দিনদিন ভূ-গর্ভস্থ পানি কমে আসছে। অপরদিকে বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ হলেও খাল-বিল, নদী-নালা ভরাট কিংবা শুকিয়ে যাওয়াতে চাষাবাদ বা খাওয়ার পানির জন্য নগর কিংবা গ্রামে দিনদিন ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে আশংকাজনক হারে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নামছে নীচে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীরা ধান উৎপাদনের জন্য অনেক পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে করে অল্প পানি দিয়ে ধানের কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায়। এরূপ একটি পদ্ধতি হচ্ছে AWD (Alternate Wet and Dry) অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে জমি ভিজানো ও শুকানোর মাধ্যমে পরিমিত সেচ প্রদান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সনাতন সেচ পদ্ধতির চেয়ে প্রায় শতকরা ২০-২৫ ভাগ পানি সাশ্রয় হয়। ফলে কৃষিকাজে মূল্যবান সেচের পানি ও জ্বালানী খরচ কমানো যায়। ধানচাষে পানি সেচের পাশাপাশি পরিমিত পরিমাপে সার প্রদানও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশে মোট ব্যবহৃত ইউরিয়া সারের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবহৃত হয় ধান উৎপাদনে। ধান চাষে ইউরিয়া সাধারনত ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এভাবে প্রয়োগের ফলে ইউরিয়ার কার্যকারিতা অনেকখানি কমে যায় এবং শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত অপচয় হয়ে থাকে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র দানাদার ইউরিয়াকে বড় গুটিতে রুপান্তরিত করে মাটির ৭-১০সে.মি.(৩ থেকে ৪ইঞ্চি) নিচে পুতে ফসলে ব্যবহার করলে ইউরিয়ার কার্যকারিতা দ্বিগুন এরও বেশি বেড়ে যায় এবং ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের কাছে ধীরে ধীরে গুটি ইউরিয়ার কদর বাড়ছে। পাশাপাশি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের ক্ষেত্রে এপ্লিকেটর মেশিনের ব্যবহারও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এপ্লিকেটর মেশিনের মাধ্যমে জমিতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার করায় একদিকে যেমন সারের অপচয় রোধ হচ্ছে, অপরদিকে স্বল্প খরচে অধিক ফসল পাওয়া যাচ্ছে। দামে সস্তা, হালকা ও সহজে বহনযোগ্য এপ্লিকেটর মেশিন দিয়ে খুব সহজে স্বল্প সময়ে অনেক জমিতে কার্যকরভাবে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা সম্ভব। কৃষি বিশেষজ্ঞ জানান, গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে ৪০ শতাংশ ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে ফলন বাড়ে ২৫ শতাংশ। জমিতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়ছে। এ অঞ্চলের কৃষকরা এখন গুঁড়া ইউরিয়ার ব্যবহার কমিয়ে গুটি ইউরিয়ার দিকে ঝুঁকছেন। তাই গুটি ইউরিয়া প্রয়োগে ক্ষেতে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রয়োগের জন্য কৃষি প্রকৌশলী ড. এম. এ ওয়াহাব উদ্ভাবন করেছেন এপ্লিকেটর নামে একটি নতুন যন্ত্র। কৃষি ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভাগ / প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে তাদের উচিত গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চট্টগ্রামে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদ্‌যাপন

'সমাজসেবার প্রচেষ্টা, এগিয়ে যাবে দেশটা'- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে এবং চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় ২ জানুয়ারী জাতীয় সমাজসেবা' দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ডিসিহিল থেকে শুরু হয়ে বৌদ্ধ মন্দির সড়ক প্রদক্ষিণ করে থিয়েটার ইনস্টিটিউটে শেষ হয়। র‍্যালীটি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মেজবাহ উদ্দিন। র‍্যালী শেষে থিয়েটার ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে জেলা প্রসাশকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী। আলোচনা সভায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋন বিতরণ, ভাতা পরিশোধ বহি বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের মাঝে সম্মাননা সনদপত্র প্রদান এবং শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মীদেরকে সম্মাননা ক্রেষ্ট ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

তৃণমূল মানুষের দিন বদলাতে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম

(৩১শে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৩৩১৫
সদস্য সংখ্যা	৫৯৩৪৬
সঞ্চয় স্থিতি	৩৫৯৬৪২৩১৮
ঋণ গ্রহীতা	৪৭৩৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	৮৩৮৫৬৬০৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৭৫৬০৪৫২১৮৫
ঋণ স্থিতির পরিমান	৮২৫২০৮৫১৫
বকেয়া	২৬৯৮৩৯৭৫
শাখার সংখ্যা	৩৯

পল্লী অঞ্চলে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি-পরামর্শ ও সেবা নিয়ে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় মানুষের মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করে আসছে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র । তারই ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে ৩২৯ জন স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়।

ঘাসফুলের উদ্যোগে নওগাঁয় চক্ষুশিবির অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে গত তিনমাসে এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা :

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	১টি	৭৫ জন	২৪ জন	২০ জন
সাপাহার	২টি	৩৮৩ জন	৫২ জন	২৬ জন
মোট	৩টি	৪৫৮ জন	৭৬ জন	৪৬ জন
ক্রমপুঞ্জিভূত	৯৫টি	১৩৭৪৬ জন	২১৬৮ জন	১১৮৯ জন

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৫ বছর
শেষ পাতা
বর্ষ ১৫
সংখ্যা-০১
জানুয়ারী-মার্চ ২০১৬

প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মরণে স্কুলের নামকরণ

প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ প্রতিষ্ঠিত ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল গত চৌদ্দ বছর ধরে চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়ীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্তানদের উন্নত নাগরিক গড়ার প্রত্যয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করে আসছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৫ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এবং স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ইহলোক ত্যাগ করেন। পরলোকগত উন্নয়নকর্মী এবং এডুকেয়ার স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান স্মরণে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুলটির নতুন নামকরণ করেন; ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল। গত ২৬শে আগষ্ট ২০১৫ ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের সভাপতিত্বে স্কুল অফিসে এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১ জানুয়ারি' ১৬ থেকে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের নাম পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠাতার নামে 'ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শামসুন্নাহার রহমান পরাণের মহৎ উদ্যোগে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য 'ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল' হিসেবে নামকরন করায় স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ ঘাসফুলের সকল কর্মী সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সাধারন পরিষদ ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডঃ মনজুর-উল-আমীন চৌধুরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সমাজসেবক লায়ন সমিহা সলিম, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান এবং স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী।

চট্টগ্রাম জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় বক্তারা

অনুশীলন শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই, বদলাতে হবে নিজেকে

১৬ মার্চ জেলা নারী ও নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় বক্তারা বলেন দেশে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনমানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে এবং নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতা রোধে সনাতনী ধারনারও পরিবর্তন হচ্ছে। নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতা রোধে সর্বাগ্রে নিজের পরিবারের মধ্যে অনুশীলন শুরু করতে হবে, বদলাতে হবে নিজেকে। আমাদের দেশ সম্ভাবনার দেশ। এ দেশকে এগিয়ে নিতে নারীদের নীরবতা ভেঙ্গে আওয়াজ তুলতে হবে। সমাজে নারীদের অসহায়ত্বের কাছে আত্মসমর্পন করলে চলবে না. এগিয়ে যেতে হবে অনেকদুর। যদিও এলাকাভিত্তিক নির্যাতনের ভিন্নতা রয়েছে, তবে প্রতিকারের জন্য আইনে যেটুকু আছে তা বাস্তবে প্রয়োগ করলে সফলতা আসবে। সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক (এসডিপি) ও পিএইচআর প্রোগ্রামের ফোকাল পার্সন আনজুমান বানু লিমা। এবং পিএইচআর প্রোগ্রামের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে >> ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

পটিয়ায় কৃষকের মাঝে প্রশিক্ষণ, পোরাস পাইপ ও গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর যন্ত্র, রিং ও কেঁচো বিতরণ

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল কৃষি ইউনিটের উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় হাইদগাঁও গ্রামের দশজন কৃষকের মাঝে গুটি ইউরিয়া AWD-(পোরাস পাইপ) ও গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর যন্ত্র প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিট

উক্ত উপকরন প্রদান করার ফলে গুটি ইউরিয়া ও পোরাস পাইপ ব্যবহারের প্রতি >> ৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
ডেইজী মওদুদ
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনূর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

শিশুদের হাতে বই-কলম তুলে দেয়ার আহ্বান

কর্মজীবি শিশুদের চাকরিদাতাদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা, শ্রমআইন বিষয়ক কর্মশালা

প্রতিটি শিশুই সমান ও মূল্যবান, শিশুরা কখনোই অপরাধী নয়- এরা পরিস্থিতির শিকার। কোমলমতি শিশুরা অভিভাবকদের কারনে বিভিন্ন কল-কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কিংবা শ্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঘাসফুল আয়োজিত কর্মজীবি শিশুদের চাকুরীদাতাদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা, শ্রমআইন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তারা শিশুশ্রম হ্রাসে অভিভাবক ও কল-কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, 'শিশুদের কাজ নয়, বই-কলম তুলে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, শিশুরাই যোগ্য নাগরিক হয়ে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। ১৫ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের আয়োজনে মাদারবাড়ী আলোসিড়ি ক্লাবে সকাল ১১টায় কর্মজীবি শিশুদের চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি হাজী মো ইমরান। কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম অফিসের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) মুহাম্মদ মতিউর রহমান। কর্মশালায় শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক আইন ও শ্রম আইন ২০০৬ এর শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ আইনের তোয়াক্কা না করে শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করছে, এবিষয়ে আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন গুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে মনে করেন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, চন্দন কুমার বড়ুয়াসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনায় : ঘাসফুল, ৪৩৮ মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org